'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'

বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিন (বিসিডি) সংবিধান

অনুচ্ছেদ ১: সংগঠনের নাম

সংগঠনের নাম: বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিন (বিসিডি)
প্রতিষ্ঠা: ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২২
স্লোগান: সেবায় বাংলাদেশ কমিউনিটি
(স্লোগানটি সংগঠনের মিশন এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।)

অনুচ্ছেদ ২: লোগো ও কার্যালয়

লোগো: সংগঠনের অফিসিয়াল ডিজাইন লোগো সকল অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার হবে। লোগোর ডিজাইন ও ব্যবহারের দায়িত্বে কে থাকবেন তা নির্দিষ্ট করা হবে।
কার্যালয়: কাউন্টি ডাবলিনের যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ভিত্তিতে কার্যালয় স্থাপন করা হবে, যেখানে বেছে নেওয়ার জন্য কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৩: সংগঠনের ধরন

সংগঠনের ধরন: অলাভজনক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অরাজনৈতিক সতন্ত্র সংগঠন। এই সংগঠনটি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছ এবং টেকসই হবে।

অনুচ্ছেদ ৪: সংগঠনের কার্যক্রম

ক. ডাবলিনে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সকল কার্যক্রমে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ।
খ. আয়ারল্যান্ড ও বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উদযাপনসহ বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক আয়োজন।
গ. আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশী বংশদ্ভূত মানুষদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন।
ঘ. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
ঙ. আয়ারল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগকালীন সমবায়িক সহযোগিতা।
চ. জীবযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশী সমিতির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন।
ছ. ডাবলিনে বসবাসরত বাংলাদেশি ভাই-বোনদের জন্য পরামর্শ, শিক্ষা এবং মৃত্যু সহায়তা সহ যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতায় অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ৫: বিসিডির সদস্যের প্রকারভেদ

ক. সাধারণ সদস্যপদ: ডাবলিনে বসবাসরত বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশভূত ব্যক্তিরা সংগঠনের সদস্যপদ পেতে পারবেন।
খ. আজীবন সদস্য:বিসিডির প্রতিষ্ঠাকালীন সকল সদস্যগণ আজীবন সদস্য বলে গণ্য হবেন। এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ব্যক্তিকে আজীবন সদস্য পদের সম্মাননা প্রদান করা যেতে পারে।

গ. অনারারী সদস্য: সামাজিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পরিবেশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা অনারারী সদস্যপদ পেতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৬: সংগঠনের কাঠামো

ক. উপদেষ্টা পরিষদ: কার্যনির্বাহী পরিষদের হওয়ার তিন মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্ধারিত উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। উপদেষ্টা মন্ডলীর মেয়াদ একই কার্যনির্বাহী পরিষদের মতো হবে এবং উপদেষ্টা পরিষদ সাধারণ পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।
খ. কার্যনির্বাহী পরিষদ: কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্পাদকীয় সদস্য সংখ্যা ২১ থেকে ৩১ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ক্রমে কার্যকরী সদস্য সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শপথ গ্রহনের পর থেকে দুই বছর হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে। উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের নিয়ম:
বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগে একটি সাধারণ সভা ডাকা হবে। এই সভায়, সদস্যরা উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী মণ্ডলীর পাঁচ থেকে এগারো জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করবে। এই পরিষদ উপদেষ্টা সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠনের নিয়মাবলী নির্ধারণ করবে। এরপর এই পরিষদ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে, অথবা তাদের সম্মতিতে, অথবা সদস্যের লিখিত সম্মতিতে, পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে। এই কার্যনির্বাহী কমিটি পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

যেকোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে, একজনকে বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিন (বিসিডি)-এর সাধারণ সদস্য হতে হবে। বিসিডি কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হতে হলে, একজনকে কমপক্ষে এক বছর ধরে যেকোনো স্তরে বিসিডি-র সদস্য হতে হবে। ভোট দেওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য, একজনকে কমপক্ষে এক বছর ধরে বিসিডি-র সাধারণ সদস্য হতে হবে। কেউ পরপর দুই মেয়াদের বেশি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের পদ ধরে রাখতে পারবে না। কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো:

- সভাপতি
- সহ-সভাপতি
- সহ-সভাপতি
- সহ-সভাপতি
- সহ-সভাপতি
- সাধারণ সম্পাদক
- সহ-সাধারণ সম্পাদক
- সহ-সাধারণ সম্পাদক
- সহ-সাধারণ সম্পাদক
- সাংগঠনিক সম্পাদক
- সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
- সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
- অর্থ সম্পাদক
- সহ অর্থ সম্পাদক
- প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
- সহ প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
- যুব সম্পাদক
- ক্রীড়া সম্পাদক
- সহ ক্রীড়া সম্পাদক
- মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
- সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
- সাংস্কৃতিক সম্পাদক

- সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
- ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
- সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
- শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
- সদস্য
- সদস্য
- সদস্য
- সদস্য

গ. সাধারণ সদস্য:

ডাবলিনে বসবাসরত সকল বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন। সাধারণ সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটিতে যোগদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সাধারণ সদস্যগণ আবেদন ফরম পূরণ করবেন। সকল সাধারণ সদস্যগণ বার্ষিক চাঁদা প্রদান করবেন এবং বিসিডির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যদি কোনো সদস্য বাংলাদেশ অথবা আয়ারল্যান্ডে অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হন অথবা সংগঠনের বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকেন, তাহলে কার্যনির্বাহী কমিটি আলোচনা সাপেক্ষে তার সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৭: কার্যকরী কমিটির কার্যাবলী

১. সভাপতি

পদের বর্ণনা:
নির্বাচিত সভাপতি বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিন (বিসিডি) এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রধান নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের সকল কার্যক্রমের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।
২. সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং মূল বক্তব্য বজায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৩. জরুরি অবস্থা অথবা সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে উপকমিটি গঠন ও বাতিল করতে পারবেন।
৪. উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রাখবেন ও পরামর্শ দেবেন।
৫. সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ রেখে সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করবেন।

---

২. সহ-সভাপতি

পদের বর্ণনা:
সহ-সভাপতি বিসিডির কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে নির্বাচিত সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. নির্বাচিত সভাপতিকে সহায়তা করবেন।
২. সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী পালন করবেন।
৩. কমিটি ও উপকমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৪. সকল সদস্যদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

---

৩. সাধারণ সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভা আহ্বান করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সভা পরিচালনা ও কার্যবিবরণী লিখবেন।
২. কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. আইনগত পরামর্শ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করবেন।
৪. সাংগঠনিক সম্পাদককে সক্রিয় ও কার্যকরী অবস্থায় রাখবেন।
৫. সভাপতির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

---

৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহ-সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন।
২. কার্যক্রমের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. সকল সভায় অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করবেন।

---

৫. সাংগঠনিক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সকল কার্যক্রমের সুচারুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সংগঠনের সকল সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন।
২. সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
৩. সাধারণ সম্পাদকের সাথে সমন্বয় রেখে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা এবং সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবেন।
৪. কার্যক্রম সফলভাবে উপস্থাপন ও সম্পাদনায় সহায়তা করবেন।

---

৬. সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদকের সকল কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. কার্যক্রমের সমন্বয়ে সহায়তা করবেন।
৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করবেন।

---

৭. প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক বিসিডির সকল প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সংগঠনের সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
২. প্রকাশনা ও প্রচারের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. সামাজিক মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে কার্যকরভাবে কাজ করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

---

৮. সহ প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহ প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক প্রচার ও দপ্তর সম্পাদকের সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. প্রচার ও দপ্তর সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন।
২. প্রয়োজন হলে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।
৩. কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।

---

১২. যুব সম্পাদক

পদের বর্ণনা: যুব সম্পাদক হবেন বিসিডির কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। তার কাজ হবে সংগঠনের তরুণ সদস্যদের সক্রিয়ভাবে সংগঠনের কার্যক্রমে যুক্ত করতে এবং তাদের উদ্দীপ্ত করতে। যুবসম্পর্কিত উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কার্যক্রমে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে সংগঠনকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তোলা হবে তার অন্যতম লক্ষ্য।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

১. সংগঠনের তরুণ সদস্যদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন। ২. নতুন প্রজন্মকে নিয়ে উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। ৩. যুব সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান ও দিকনির্দেশনা দেবেন। ৪. যুব কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়তা নিশ্চিত করবেন। ৫. অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে যুব কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন

---

৯. তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক সংগঠনের কার্যক্রমকে সুরক্ষিতভাবে পরিচালনার জন্য তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. প্রযুক্তিগত সমাধান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
২. সদস্যদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।
৩. তথ্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন করবেন।

---

১০. ক্রীড়া সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
ক্রীড়া সম্পাদক বার্ষিক সকল কার্যক্রমের টুর্নামেন্ট আয়োজন করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং টুর্নামেন্টের আয়োজন করবেন।
২. অংশগ্রহণকারীদের জন্য উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি করবেন।
৩. সদস্যদের মধ্যে ক্রীড়ার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

---

১১. সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক ক্রীড়া সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. খেলার আয়োজন ও অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।
২. ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করবেন।
৩. কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন।

---

১২. সাংস্কৃতিক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সাংস্কৃতিক সম্পাদক সকল কার্যক্রমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের বার্ষিক সূচি তৈরিতে সহায়তা করবেন।
২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন।
৩. অর্থ সম্পাদক ও সভাপতির সাথে সমন্বয় রাখবেন।

---

১৩. সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাংস্কৃতিক সম্পাদকের সকল কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সাংস্কৃতিক সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন।
২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।
৩. সদস্যদের সাথে সাংস্কৃতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

---

১৪. ধর্ম সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
ধর্ম সম্পাদক সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।
২. সদস্যদের ধর্মীয় বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবেন।
৩. সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।

---

১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বিসিডির সকল নারী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদেরকে সংগঠনের সকল কার্যক্রমে যুক্ত রাখতে এবং সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. মহিলা সদস্যদের উদ্বুদ্ধ ও সমর্থন করবেন।
২. সংগঠনের সকল কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবেন।
৩. বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।

---

১৬. সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকার কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকার দায়িত্বে সহায়তা করবেন।
২. কার্যক্রমের সমন্বয়ে সহযোগিতা করবেন।
৩. মহিলা সদস্যদের নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

---

১৭. সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মানবিক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক ও মূল্যবান উদ্যোগে সহযোগিতা করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।
২. সদস্যদের মানবিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৩. সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

---

১৮. শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

পদের বর্ণনা:
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বিসিডির সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে কাজ করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি ও সেমিনার আয়োজন করবেন।
২. সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।
৩. শিক্ষাগত সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

---

১৯. কার্যনির্বাহী সদস্য

পদের বর্ণনা:
কার্যনির্বাহী সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন এবং সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী:
১. সভাপতি অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করবেন।
২. সকল সভায় অংশগ্রহণ করে কার্যক্রমের উন্নয়নে সহযোগিতা করবেন।
৩. সদস্যদের কার্যক্রমে উৎসাহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮: সভা

সাধারণ সভা বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার তারিখ, স্থান ও সময় নির্বাচনের জন্য কমিটি অগ্রিম ঘোষণা করবে। সাধারণ সভার বৈঠকগুলি সাধারণ সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সাধারণ সভায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সদস্যদের মতামত গ্রহণ এবং আলোচনা করা হবে। এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সভা প্রতি দুইমাস অন্তর অন্তর বা তারও আগে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ৯: অর্থায়ন

তহবিল:
১. সংগঠনের সকল সদস্যের চাঁদা।
২. দান, অনুদান এবং অন্যান্য উত্স থেকে প্রাপ্ত অর্থ।
৩. সংগঠনের অনুষ্ঠানের আয়।

অনুচ্ছেদ ১০: সদস্যপদ স্থগিতকরণ অথবা বাতিল

যেকোনো সদস্য যদি আর্থিক অপরাধী হন, অসুস্থ হন, অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন হিসেবে বিবেচিত হন, তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে [illegible] সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত করা যাবে। এছাড়া, যারা সময়মতো বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করে অথবা সংগঠনের কার্যক্রমের বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাদের সদস্যপদও কার্যনির্বাহী কমিটি স্থগিত করতে পারে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সদস্য আপিল করে পুনরায় সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার সুযোগ রাখবেন।

যদি কোনো সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারান, তাহলে সদস্যপদ বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য যদি কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার সদস্যপদও স্থগিত হবে। এই সম্পর্কে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক সদস্যকে ইমেল বা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

এছাড়া, কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য যদি আকস্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করেন, দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকেন, অথবা অন্য কোনো কারণে পদত্যাগ করেন, তাহলে কার্যনির্বাহী পরিষদ আলোচনা সাপেক্ষে ওই পদকে শূন্য বলে বিবেচনা করবে এবং শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ ১১: সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও কার্যকরী কমিটি

বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিন একটি সামাজিক সংগঠন, যা আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত সকল বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। বিসিডির মূল লক্ষ্য হল সদস্যদের কৃতকর্মকে উন্নীত করা এবং সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব কার্যকরী কমিটির ওপর ন্যস্ত করা।

সংগঠনটি এই সংবিধানের দ্বারা কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। যদি বাংলাদেশ কমিউনিটি ডাবলিনের সদস্যগণ অথবা কার্যকরী কমিটি মনে করেন যে, সংবিধানে সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে কার্যকরী কমিটি সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে এবং সংশোধনটি অনুমোদনের চেষ্টা করবে।

অনুচ্ছেদ ১২: বিধিমালা

এই সংবিধানে পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য পরিবর্তনের প্রস্তাব সদস্যদের মধ্যে অগ্রিম ঘোষণা করা হবে এবং কার্যকরী কমিটির সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কার্য নির্বাহী কমিটির নুন্যতম দুই তৃতীয়াংশ ভোট দেয়া সাপেক্ষেই সংবিধান পরিবর্তন সাধন হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৩: আচার-আচরণ এবং নৈতিক মানদণ্ড

সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ ও শৃঙ্খলা বিধান প্রয়োজনীয়, যা সদস্যদের পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্বশীলতা, এবং সুশৃঙ্খল আচরণ বজায় রাখতে সহায়ক হবে। এই অনুচ্ছেদটি সংগঠনের সুস্থ এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য স্থাপনে ভূমিকা রাখবে।

অনুচ্ছেদ ১৪: সংবিধানের কার্যকারিতা

এই সংবিধান কার্যকর হবে সংগঠনের প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে।